নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর।

শ্রেণি - দশম।
বিষয় - বাংলা।

নির্বাচিত রচনা - হারিয়ে যাওয়া
কালি-কলম।
লেখক :- শ্রীপান্থ।

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

১.১ শ্রীপান্থ ছদ্মনামে লিখেছেন, —
(ক) অন্নদাশংকর রায় (খ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
(গ) নিখিল সরকার (ঘ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

১.২ ট্রেঞ্চের শলাকার পোশাকি নাম —
(ক) পেন (খ) ফাউন্টেন-পেন (গ) স্টাইলাস (ঘ) পাইলট

১.৩ ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করেন —
(ক) লুইস গার্সিয়া (খ) লুইস ফনগল (গ) লুইস অ্যাডমন ওয়াটার ম্যান (ঘ) লুইস অ্যাডমন ওয়াটারম্যান।

১.৪ 'ঝরনা কলম' — নামটা দিয়েছেন সম্ভবত: —
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১.৫ 'কলমে কায়স্থ চিনি গোঁফেতে রাজপুত' — এটি একটি
(ক) ধাঁধা (খ) প্রবাদ (গ) লোকসংগীত (ঘ) ছড়া।

১.৬ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন —
(ক) কালি-কলম মন, লিখে তিন জন (খ) তিল-তিফলা-শিমুল ছালা (গ) লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে।
(ঘ) কলম তোমার দিন ফুরাইয়াছে।

১.৭ নিজের হাতের কলমের আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল যে লেখকের তাঁর নাম — (ক) বনফুল (খ) পরশুরাম
(গ) শৈলজানাথ মুখোপাধ্যায় (ঘ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

উত্তর সংকেত : ১.১ - (গ) ১.২ - (গ) ১.৩ - (ঘ) ১.৪ - (ক)
১.৫ - (খ) ১.৬ - (গ) ১.৭ - (গ)

Q. কম-বেশি ২০টি শব্দে উত্তর দাও।

২.১ 'কথায় বলে' — কথায় কী বলে?

উঃ- বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ রচিত 'হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম' রচনার শুরুতে লেখক জানিয়েছেন কথায় বলে, - 'কালি-কলম-মন, লেখে তিন জন।'

২.২ 'এক সময় বলা হতো' — এক সময় কী বলা হতো?

উঃ- শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন — এক সময় বলা হতো - কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফেতে রাজপুত।

৩.৩ 'তাঁর ছিল ফাউন্টেন পেনের নেশা।' — এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

উঃ- প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ রচিত 'হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম' প্রবন্ধে উল্লিখিত - সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিল ফাউন্টেন পেন সংগ্রহের নেশা।

৩.৪ শৈলজানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উঃ- শৈলজানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ দুটি হল — কঙ্কাবতী ও ডমরুচরিত।

৩. কম-বেশি ১৫০ শব্দে উত্তর দাও। ৫

৩.১ "আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই।" — 'আমরা' কারা? কীভাবে কালি তৈরি করা হতো উল্লেখ করো।

১+৪=৫

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ বিরচিত 'হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম' প্রবন্ধে 'আমরা' বলতে প্রাবন্ধিক স্বয়ং এবং তাঁর শৈশবের সঙ্গীদের বুঝিয়েছেন।

'হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম' প্রবন্ধে লেখক তাঁর শৈশবের দিনগুলিতে লেখার অন্যতম উপকরণ 'কালি' তৈরির দ্বিবিধ পন্থা উল্লেখ করেছেন, —

প্রথমত:- উৎকৃষ্ট কালি তৈরির পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে প্রবীন মানুষেরা একটি ছড়া বেঁধেছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে- "তিল ত্রিফলা শিমুল ছালা / ছাগদুগ্ধে করি মেলা / লৌহপাত্রে লোহায় ঘষি / ছিঁড়ে পড়ে না ছাড়ে মসি।" অর্থাৎ তিল, ত্রিফলা (আমলকী, হরিতকী, বহেড়া) ও শিমুল গাছের ছাল ছাগীর দুগ্ধে মিশিয়ে লোহার পাত্রে রেখে তাতে লৌহ ঘষে উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত করা হত। সেই কালিতে লিখলে লেখার পাতা ছিঁড়ে গেলেও কালি মুছত না।

দ্বিতীয়ত:- কালি তৈরি উল্লিখিত উপকরণ সমূহ উপকরণ গ্রাম্য সাধারণ পরিবারের অল্পবয়সী বালকেরা সংগ্রহ করতে পারত না, তারা অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিতে কালি তৈরি করত। কাঠের উনুনে রান্নার পর খড়াইয়ের তলায় জমা কালি লাউ পাতা দিয়ে ঘষে তুলে নিয়ে একটা পাথর বাটিতে গুলে দেওয়া হত, কেউ কেউ সেই ছাই গোলা কলো জলে হরিতকী ঘষত। কেউ বা মেশাত পোড়া আতপ চালের গুঁড়ো। পরে হরিতকী বা আতপ চাল গুঁড়ো মেশানো জলে খুন্তি আগুনে পুড়িয়ে লাল করে ছ্যাঁকা দেওয়া হত, সেই জল ঢগবগ করে ফুটলে তা ঠান্ডা করে ন্যাকড়ায় ছেঁকে দোয়াতে ভরে রাখা হত। কালি তৈরির সমস্ত প্রক্রিয়া বাড়ির বড়োদের সাহায্যে সম্পন্ন হত।

৩.২ "কথায় বলে কালি-কলম-মন, লেখে তিন জন।" — উক্তিটি উৎস উল্লেখ করো। উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আলোচনা করো। ১+৪

উঃ- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আশাপূর্ণা রচিত "হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম-" নাম প্রবন্ধ উল্লিখিত উক্তিটির উৎস।

P.T.O

'কালি-কলম-মন, লেখে তিন জন' — এটি একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ বাক্য। লেখক বা সাহিত্যিক-গণ যে সৃষ্টিকর্মে যুক্ত থাকেন তার জন্য বিশেষত: প্রয়োজন হয় তিনটি অনিবার্য উপকরণ। তা হল, — কালি-কলম-মন। সাদা কাগজের ওপর লেখক যখন কিছু লেখেন তখন তাকে সাহায্য করে কালি-কলম এবং স্রষ্টার সচেতন মন। লেখার জন্য উপাদান থাকলেই হয় না; — প্রয়োজন হয় এক সৃষ্টিশীল চিন্তা বা মননশীলতা। লেখকদের এই সৃষ্টিশীল মননশীলতা দিয়েই নতুন নতুন সাহিত্য কর্মের সৃজন হয় এবং জগতে নতুন কীর্তি স্থাপিত হয়। স্রষ্টা বেঁচে থাকেন তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্যে।

মন লেখকের অন্তর্জগতের বাহক। কালি আর কলম হল উপকরণ। তারই সাহায্যে স্রষ্টা নব নব সৃষ্টি কর্মে মনোনিবেশ করেন। মানবের জন্য, সমাজের অগ্রগতির জন্য মননশীলতার মধ্যদিয়ে সৃষ্টি কর্মে ব্যাপৃত থাকেন স্রষ্টা। কালি-কলম জড়পদার্থ, তাতে লেখকের সজীব মন যুক্ত না হলে রচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই 'কালি-কলম-মন, লেখে তিন জন' — কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কালি-কলম আর মনের ত্রিবেণী সঙ্গমে গড়ে ওঠে রচনা। — এখানেই প্রবাদটির সার্থকতা।

অনুপ্রশ্ন: ক "সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোট-খাটো একটা অনুষ্ঠান।" — বক্তা একথা বলেছেন কেন? অনুষ্ঠানটির পরিচয় দাও। ১+৪

খ --- "কলমের দুনিয়ায় যা সত্যিকারের বিপ্লব ঘটায় তা ফাউন্টেন পেন।" — ফাউন্টেন পেন কলমের দুনিয়ায় কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিল লেখো। ৫

নির্বাচিত রচনা - 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'

কবি- শঙ্খ ঘোষ।

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।

১.১. 'আমাদের ডান পাশে' → (ক) গিরিখাদ (খ) ধ্বংস (গ) জঙ্গল (ঘ) পাহাড়।

১.২ 'আমাদের মাথায়' → (ক) আকাশ (খ) বিমান (গ) বোমারু (ঘ) বোমা।

১.৩ কাছে দূরে কী ছড়ানো রয়েছে? → (ক) ঘরবাড়ি (খ) টাকাপয়সা (গ) শিশুদের শব (ঘ) জিনিস পত্র।

১.৪ 'বেঁধে বেঁধে' - কথাটির অর্থ হল -
(ক) বাঁধন দিয়ে থাকা (খ) সংঘবদ্ধভাবে থাকা।
(গ) গুটিসুটি মেরে থাকা (ঘ) গুছিয়ে থাকা।

১.৫ আমরা বারোমাস কী? - (ক) অসুস্থ (খ) সুস্থ (গ) ভিখারি (ঘ) অসুখী।

উত্তর সংকেত - ১.১-(খ), ১.২-(গ), ১.৩-(গ), ১.৪-(খ), ১.৫-(গ)।

২. কম-বেশি 20টি শব্দে উত্তর দাও।

২.১. 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' — কবিতায় 'আমরা' কারা?

উঃ- কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায় কবি 'আমরা' বলতে যুদ্ধবিধ্বস্ত, আশ্রয়হীন, শোষিত, পেষিত, সর্বহারা সাধারণ মানুষদের বোঝানো হয়েছে।

২.২ 'আমাদের পথ নেই আর' — তাহলে আমাদের করণীয় কী?

উঃ- কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতা উক্তিটির উৎস। সর্বহারা মানুষের বাঁচার পথ যখন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসে তখন তাদের সহমর্মিতার সঙ্গে আরও বেশি একাত্ম হয়ে থাকার কথা কবি বলেছেন।

২.৩. 'পৃথিবী হয়তো গেছে মরে।' — একথা বলা হয়েছে কেন?

উঃ= পৃথিবী এখন যেভাবে আছে তাকে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা বলা যায় না। যুদ্ধ, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। তাই পৃথিবী তথা পৃথিবীর মানুষের মনুষ্যত্ব যেন মরে গিয়েছে।

২.৪ 'আমরা ফিরেছি দেশে দেশে।' — দেশে দেশে ফিরেছি কেন?

উঃ= জীবনের অনিশ্চয়তা, যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে সাধারণ মানুষ নিজেদের রক্ষা করতে, শান্তি-সুস্থিরতার আবেদন নিয়ে তারা দেশে দেশে ফিরেছে;— ফিরেছে একটু শান্তির আশ্রয়ের জন্য।

৩। কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর লেখো। ৩

৩.১ 'আমরা ভিখারি করেছিনাম।' — 'আমরা' বলতে কাদের বলা হয়েছে? তারা নিজেদের ভিখারি বলে মনে করেছে কেন?

উঃ= কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত "আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি" কবিতায়, 'আমরা' বলতে যুদ্ধবিধ্বস্ত, হিংসা উন্মত্ত পৃথিবীর মৃত্যু উপত্যকায় যে ক-জন এখনও বেঁচে আছে। সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিলেও নিতে পারেনি প্রাণ আর মনুষ্যত্ব।

মানব সভ্যতার অগ্রগতির কারিগর, শ্রম-জীবী সাধারণ মানুষ চিরকালই নিজেদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ভিখারিতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষ ক্ষমতা লাভের লিপ্সা চরিতার্থ করতে মেতে ওঠে যুদ্ধের উন্মাদনায়। এতে জনসাধারণের জীবন-জীবিকা আশ্রয় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কোনো ইতিহাস নেই

কিংবা আছে শুধু বঞ্চনার ইতিহাস। তাই তারা নিজেদের ভিখারি বলে মনে করে।

৩.২ "আমাদের শিশুদের শব / ছড়ানো রয়েছে আছে ছবে।"
— উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য লেখো। ৩

উঃ- কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতা এই হৃদয়বিদারক উক্তিটির উৎস।

শিশুরা দেশ-জাতি তথা তাবৎ বিশ্বের সম্পদ। তারাই সভ্যতার নবীন কারিগর। তাদের মৃত্যু মানে মানবিকতার সামগ্রিক বিনাশ। মানবসভ্যতার শত্রু, সাম্রাজ্যবাদী, স্বার্থান্ধ মানুষের হিংসার বলি নিষ্পাপ শিশুরাও। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে নিষ্প্রাণ শিশুদের শব সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যা মনুষ্যত্ব হীনতা ও মানবতার চরম অবক্ষয়ের দিকটিকেই তুলে ধরেছে।

৩.৩ 'আয় আরো হাতে হাত রেখে...' - হাতে হাত রাখা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? 'আরো' শব্দ অনুষঙ্গের তাৎপর্য লেখো। ১+২

উঃ- কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায় হাতে হাত রাখা বলতে মানুষে মানুষে সহাবস্থান, সহমর্মিতা, সংঘবদ্ধতাকে বুঝিয়েছেন। যার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠবে মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য।

বিচ্ছিন্নতা, আগ্রাসন, হিংসা, অমানবিকতার বিরুদ্ধে কবি সাহিত্যিকদের লড়াই চিরকালের। তাঁরা চান শান্তি, যা সমাজের বৃহত্তর অংশের চাওয়া। সাম্রাজ্যবাদী-আগ্রাসন ও অসুর শক্তির প্রভাবে সাধারণ মানুষ আজ বিপন্ন। তবু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের মধ্যে যতটুকু প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে সেটুকু প্রকাশিত করার জন্য কবি 'আয়ে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৪. কমবেশি ১৫০ শব্দে উত্তর লেখো। ৫

৪.১ 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' — কবিতায় কবির সমাজ-ভাবনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো। ৫

উত্তর: যুগসচেতন, দুঃখবেদনশীল কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'জলই পাথর হয়ে আছে' এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'। এই কবিতায় সমযুগের যন্ত্রণা ভাষারূপ লাভ করেছে। বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলতা কবিকে পীড়িত করেছে। মানুষের চলার পথের প্রতিকূলতা, অসহায়তা, বঞ্চনা ও সংশয়ের ছবি কবি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন।

বর্তমান সময়ে মানুষের চলার পথ বিপদসংকুল। তাদের চারপাশে মৃত্যুর হাতছানি, প্রতিপদে বাধা আর প্রতিকূলতা। তার চলার সব পথ রুদ্ধ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী যেন আজ যেন এক মৃত্যু উপত্যকা। সাধারণ মানুষ বিপন্ন অসহায়। তাদেরই প্রতিক কবি রূপে দ্যোতিত হয় সেই অসহায়তা — "আমাদের মাথায় বোমারু / পায়ে পায়ে হিমালয়ের খাঁদ / আমাদের পথ নেই কোনো।" — এমন পরিস্থিতিতে কবি বেঁধে বেঁধে অর্থাৎ একতাবদ্ধ হয়ে থাকার কথা বলেছেন।

কবির মতে, সাম্রাজ্যবাদী, সুবিধাবাদী শক্তির কাছে আমরা পরাজিত। আমরা আশ্রয় হীন, আমাদের শিশুদের শব ছড়ানো ছিটানো। আমাদের এই দুঃখের ইতিহাস অলিখিত অথবা বিকৃত। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ চিরকালই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ভিখারিরও বেঁচে থাকে। পৃথিবী তাদের কাছে জীবন্মৃত। এই মানুষগুলোর কথা কেউ জানেনা, তারা চিরকালই শান্তির জন্য, সুস্থিরতার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। আশাবাদী কবি এই নৈরাশ্য ভাবনা করে কবির আহ্বান আমরা যে-ক-জন আছি আমাদের সংঘবদ্ধতা আবার নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।